দৈনিক বাংলা

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 1 DEC 1988
5 কলাম 7

# জনমত

## ইডেন কলেজ অধ্যক্ষের বক্তব্য

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় ২৭-১১-৮৮ তারিখে ইডেন কলেজ সম্পর্কিত একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত পত্রে কিছু কিছু বিভ্রান্তিকর মন্তব্য আছে যা অপনোদনের জন্য প্রকৃত সত্য সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে চাই।

নাজিরা নামক জনৈকা বলেছেন, যে কলেজ কর্তৃপক্ষ নিত্যনতুন আইনের নামে সামন্তযুগীয় অত্যাচার চালাচ্ছেন, যেমন ইউনিফর্ম পরা, ২টা পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে কলেজে থাকা ইত্যাদি। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইউনিফর্ম পরা, কলেজের ঐতিহ্য। এ নিয়মগুলি কলেজে আগেও ছিল, এখনও আছে। ঢাকার অধিকাংশ কলেজে ২টা পর্যন্ত আবশ্যিকভাবে ক্যাম্পাসে থাকা কোন নতুন নিয়ম নয়। ক্ষেত্রবিশেষে কারও ক্লাস যদি ২টার পূর্বে শেষ হয়েও থাকে, তাকে গ্রন্থাগারে গিয়ে পড়াশোনা করা পাঠসংক্রান্ত আলোচনা, শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা ও জ্ঞানান্বেষনে উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। এবং সকল ছাত্রী ভর্তি হবার সময় এ নিয়মকানুনের অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করেই ভর্তি হয়।

কলেজে একটি বৃহৎ মিলনায়তনে ক্লাসের আগে একত্রিত হয়ে সুরা ফাতেহা পাঠ ও জাতীয় সংগীতের সঙ্গে একত্রিত হয়ে সংগীতের সঙ্গে দিনের পাঠক্রম শুরু করাটাও একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলায় অঙ্গীভূত। সেখানে কলেজের ক্লাস সাড়ে চারটা পর্যন্ত এবং বিকালের দিকে ক্লাসে মেয়েদের অনুপস্থিত থাকার প্রবণতায় সিলেবাস শেষ হয় না, উপরন্তু বিকালে বহু ব্যবহারিক ক্লাসও থাকে, এক্ষেত্রে ২টা পর্যন্ত কলেজে উপস্থিতির নিয়মটা নিশ্চয়ই বেআইনী নয় বা অযৌক্তিকও নয়—এছাড়াও বিআরটিসি বাস ২টার পর নিয়মিত আছে যাতে মেয়েদের যাতায়তের অসুবিধা হয় না। তবে যে সকল ছাত্রী ক্লাস না করে বাইরে চলে যেতে চায় তাদের কথা আলাদা।

ইউনিফর্ম পরে আসা ছাত্রীদের একটি সমতাপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য করা হয় এবং যাতে বিত্তহীন ছাত্রীরা হীনমন্যতায় না ভোগে কিংবা পড়াশোনার বাইরে তাদের কোমলমতি মন যাতে প্রলুব্ধ না হয় এ জন্য এই নিয়ম। সকল সময়ই এ কলেজে অত্যাধিক মেকআপসহ আসা কিংবা খুশীমত পোশাক পরে আসার নিয়ম ছিল না। সপ্তাহে একদিন তারা শালীনভাবে অন্যান্য পোশাক পরে আসে। বেগম বদরুন্নেসা, হোলিক্রস, সিদ্ধেশ্বরী ভিকারুন্নেসা, সেন্ট্রাল উইমেন্স সকল কলেজেই ইউনিফর্ম-এর বাধ্যবাধকতা ও

হয়ে পড়ার সংবাদ কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হলে তৎক্ষণাৎ শিক্ষক সহ তাকে হাসপাতালে/বাসায় পৌঁছে দেয়া হয় এর বহুল প্রমাণ আছে মেয়েদের কাছেই।

নাজিরা উল্লিখিত যথেষ্ট 'ম্যাচিওর' মেয়েদের মধ্য থেকে কেউ যে বিপথগামী হতে পারে না এমন নয়। সম্প্রতি ১টি মেয়ে রাতে হোস্টেলে না ফিরে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করায় কর্তৃপক্ষকে অভিভাবকের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। হোস্টেল যে বাসা নয়—এ উপলব্ধি প্রয়োজন এবং অনুমতি ছাড়া বাইরে না যাওয়া সম্ভবত সকল হোস্টেলের প্রাথমিক শর্ত সংঘাত কারণেই। এ কলেজের হোস্টেলের মেয়েরা স্থানীয় অভিভাবকের অনুমতিক্রমে শুক্রবার বাইরে যেতে পারে তাঁর বাসায় থাকতেও পারে। শুধু তাই নয় সুপারদের অনুমতিক্রমে ব্যাংকে, অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে, বাইরে যাবার দৃষ্টান্ত প্রতিদিন কলেজে এলে লক্ষ্য করা করা যাবে।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা প্রশাসনিক শৃংখলা রক্ষার একটি অংশ। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালনকে নাজিরা আবেগবশত তাদের "ব্লাড হাউন্ডের" সঙ্গে তুলনা দুঃখজনক। এ কলেজের [illegible] প্রায় ৬৫০ জন মেয়ের দায়িত্ব স্বল্পসংখ্যক দারোয়ান, আয়া, মেট্রন, সুপাররা অত্যন্ত ঐকান্তিকতার সঙ্গে পালন করেন, অসুস্থ হয়ে পড়লে অপত্য স্নেহে যেভাবে সেবাশুশ্রূষা করেন তা একটি অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তা নইলে নাজিরা কথিত "ইডেন নামক কারাগারে" সীট সংখ্যার তুলনায় অন্তত দশগুণ অধিক ছাত্রী আবেদন করবে কেন?

আমরা দেশের বৃহত্তম নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃংখলা, নিয়মনিষ্ঠার দ্বারা পড়াশোনার জন্য একটি আদর্শ পরিবেশ তৈরি করতে চাই। সারা দেশের সকল শিক্ষার্থী, অভিভাবকের কাছে আমাদের আকুল আবেদন, কলেজের পবিত্রতা, নিয়মতান্ত্রিকতা, শিক্ষার পরিবেশ রক্ষার্থে আপনাদের সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। এ কলেজের ঐতিহ্য কিছু বিপথগামী ছাত্রীর হঠকারিতার হাতে কিছুতেই তুলে দেবেন না। তা হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কাউকে ক্ষমা করবে না।

—জাহানারা হক
অধ্যক্ষ ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।